কামরুল হাসান ফেরদৌসের কাব্যগ্রন্থ ০২

# পল্লীনগর যশ যশোদল

( করোনাকাল ২০২০-এ রচিত)

মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস

# কামরুল হাসান ফেরদৌসের কাব্যগ্রন্থ ০২
# পল্লীনগর যশ যশোদল


| | |
|---|---|
| রচনা | মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস |
| রচনাকাল | ২০২০ |
| স্বত্ব | মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস |
| ই-বই গ্রন্থনা | মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস |
| গ্রন্থন কাল | সেপ্টেম্বর, ২০২০ |
| প্রচ্ছদ | মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস |
| অলংকরণ | মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস |
| কম্পোজ | মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস |

# সূচিপত্র


| কবিতাক্রম | কবিতার প্রথম চরণ/শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| কাহাফেক ০০৫৯ | মত্ত হলো বিশ্ব স্বদেশ | ০৭ |
| কাহাফেক ০০৬০ | কেয়ামত নজদিক | ০৮ |
| কাহাফেক ০০৬১ | আসলেই এই কাল | ০৮ |
| কাহাফেক ০০৬২ | ভেবে ছিলেম মুজিব বর্ষে | ০৯ |
| কাহাফেক ০০৬৩ | অতিকায় জীব আগে | ০৯ |
| কাহাফেক ০০৬৪ | ছাব্বিশে মার্চ আজ | ১০ |
| কাহাফেক ০০৬৫ | মানব প্রজাতি করোনা থাবায় | ১১ |
| কাহাফেক ০০৬৬ | লক্ষ বছর ঘরে থেকে | ১২ |
| কাহাফেক ০০৬৭ | আদিম যুগে ঘর ছিলনা | ১২ |
| কাহাফেক ০০৬৮ | অফিসের কাজ নেই | ১৩ |
| কাহাফেক ০০৬৯ | করছে শাসন বিশ্ব যারা | ১৩ |
| কাহাফেক ০০৭০ | বিশ্বে যত জ্ঞানী গুনী | ১৪ |
| কাহাফেক ০০৭১ | ষোল কলা পূর্ণ পাপে | ১৫ |
| কাহাফেক ০০৭২ | কাল করোনা ভয়াল হয়ে | ১৬ |
| কাহাফেক ০০৭৩ | মৃত্যু এসে নাড়ছে কড়া | ১৭ |
| কাহাফেক ০০৭৪ | স্বাস্থ্য সেবা বন্দী যেথা | ১৭ |
| কাহাফেক ০০৭৫ | বিশ্বনেতার প্রতিচ্ছবি | ১৮ |
| কাহাফেক ০০৭৬ | আজ আমাদের ঘরে ঘরে | ১৮ |
| কাহাফেক ০০৭৭ | জানি আমি অনেক আগেই | ১৯ |
| কাহাফেক ০০৭৮ | শবে বরাত এলো গেলো | ১৯ |
| কাহাফেক ০০৭৯ | করোনার অভিশাপে | ২০ |
| কাহাফেক ০০৮০ | আজ খুশীতে রাজায় রাজায় | ২০ |
| কাহাফেক ০০৮১ | করোনা মোকাবেলায় প্রয়োজন | ২১ |
| কাহাফেক ০০৮২ | মানব জাতি সভ্য হলো | ২১ |
| কাহাফেক ০০৮৩ | বাধ্য হয়ে কাল-করোনায় | ২২ |
| কাহাফেক ০০৮৪ | কী হলো আজ কর্মসূচী | ২২ |
| কাহাফেক ০০৮৫ | আমরা মানুষ জীব সামাজিক | ২২ |
| কাহাফেক ০০৮৬ | অন্তরীনের উপায় ভালো | ২৩ |
| কাহাফেক ০০৮৭ | জানিনে তার পুষ্টি কথা | ২৩ |

| | | |
|---|---|---|
| কাহাফেক ০০৮৮ | আমি আছি রাজধানীতে | ২৩ |
| কাহাফেক ০০৮৯ | ঘরের ভিতর বন্দী আছি | ২৪ |
| কাহাফেক ০০৯০ | আশায় আছি আসবে সুদিন | ২৪ |
| কাহাফেক ০০৯১ | আর কতদিন সংগ নিরোধ | ২৫ |
| কাহাফেক ০০৯২ | ডাক্তারকূল যেথা | ২৫ |
| কাহাফেক ০০৯৩ | অর্থনীতির চাকাটি য্যান | ২৬ |
| কাহাফেক ০০৯৪ | মাথা ব্যাথা চিন্তা কী তা | ২৬ |
| কাহাফেক ০০৯৫ | প্রকৃতিতে মানুষ কেবল | ২৭ |
| কাহাফেক ০০৯৬ | আমরা মানুষ সৃষ্টি সেরা | ২৭ |
| কাহাফেক ০০৯৭ | ভেবে দেখুন ধীমান সকল | ২৮ |
| কাহাফেক ০০৯৮ | আর কতকাল ভাগ্যাহত | ২৮ |
| কাহাফেক ০০৯৯ | কাল-করোনার কঠিন রণে | ২৯ |
| কাহাফেক ০১০০ | মনটা আমার দোদিল চোরা | ২৯ |
| কাহাফেক ০১০১ | অন্নকষ্ট ধর্ম নষ্ট | ৩০ |
| কাহাফেক ০১০২ | আমরা মানুষ মহাদুষ্ট | ৩০ |
| কাহাফেক ০১০৩ | দেশে দেশে এই যে বিকল | ৩১ |
| কাহাফেক ০১০৪ | অহি-নকূল মুরগী-শিয়াল | ৩১ |
| কাহাফেক ০১০৫ | কাল-করোনার মহাভীতি | ৩২ |
| কাহাফেক ০১০৬ | ভ্রান্তনীতি উল্টাগীতি | ৩২ |
| কাহাফেক ০১০৭ | বাঁচার লাগি সমাজ লাগে | ৩২ |
| কাহাফেক ০১০৮ | মনের ভেতর জাগিয়ে রাখি | ৩৩ |
| কাহাফেক ০১০৯ | দয়া ক্ষমা ও মুক্তির | ৩৩ |
| কাহাফেক ০১১০ | হু’এর কী হে কাজ ছিল না | ৩৪ |
| কাহাফেক ০১১১ | এই পৃথিবীর বুকে যতো | ৩৫ |
| কাহাফেক ০৩৯২ | ওরে মুমিন সাচ্চা দিলের | ৩৫ |
| কাহাফেক ০৩৯৩ | মানুষ নামে আদ্দিকালে | ৩৬ |
| কাহাফেক ০৩৯৪ | কাল-করোনা কিংবা বলো | ৩৭ |
| কাহাফেক ০৩৯৫ | খুলছে নাকি একে একে | ৩৭ |
| কাহাফেক ০৩৯৬ | কাল করোনা বাংলাদেশে | ৩৮ |
| কাহাফেক ০৩৯৭ | খুলছে বাজার চলছে দেদার | ৩৯ |
| কাহাফেক ০৩৯৮ | খাঁচার ডালা খুলে দিলেও | ৩৯ |

| | | |
|---|---|---|
| কাহাফেক ০৩৯৯ | কী মনোহর রূপের বাহার | ৪০ |
| কাহাফেক ০৪০০ | আক্রমণের সংখ্যা বিশাল | ৪০ |
| কাহাফেক ০৪০১ | মৃত্যু যখন একটি দুটি | ৪১ |
| কাহাফেক ০৪০২ | কাল-করোনার করাল গ্রাসে | ৪২ |
| কাহাফেক ০৪০৩ | কাল-করোনার ভয় আছে | ৪২ |
| কাহাফেক ০৪০৪ | নাই বা হলো কোলাকোলি | ৪৩ |
| কাহাফেক ০৪০৫ | কাল-করোনার রাজ্য এখন | ৪৪ |
| কাহাফেক ০৪০৬ | ভেবেছিলাম কাল-করোনা | ৪৬ |
| কাহাফেক ০৪০৭ | করোনা ক্রান্তি | ৪৭ |
| কাহাফেক ০৪০৮ | কোভিড উনিশ উনিশটাকে | ৪৯ |
| কাহাফেক ০৪০৯ | ঘরে ঘরে শংকা যখন | ৪৯ |
| কাহাফেক ০৪১০ | উলোট পালোট মনের গতি | ৫০ |
| কাহাফেক ০৪১১ | কাল করোনার নেই ক্ষমতা | ৫০ |
| কাহাফেক ০৪১২ | ক্ষমতাধর বিত্তশালী | ৫১ |
| কাহাফেক ০৪১৩ | আনন্দ-বেদনার করোনা কাব্য | ৫১ |
| কাহাফেক ০৪১৪ | এই দুনিয়ার মালিক যিনি | ৫৩ |
| কাহাফেক ০৪১৫ | আল্লাহ তোমার অপার দয়ায় | ৫৪ |
| কাহাফেক ০৪১৬ | ছুটছে ঘোড়া ফুটছে যেনো | ৫৪ |
| কাহাফেক ০৪১৭ | হে দয়াময় তোমার কাছে | ৫৫ |
| কাহাফেক ০৪১৮ | করোনায় এলো মনে | ৫৫ |
| কাহাফেক ০৪১৯ | সবে কলির সন্ধ্যে এলো | ৫৬ |
| কাহাফেক ০৪২০ | ক’এর হলো করোনা | ৫৬ |
| কাহাফেক ০৪২১ | প্রতিটা রাত একটা চাকা | ৫৭ |
| কাহাফেক ০৪২২ | অনেক বড়ো মানুষ তুমি | ৫৮ |
| কাহাফেক ০৪২৩ | বদলি হলেন বড়বাবু | ৫৯ |
| কাহাফেক ০৪২৪ | করোনা যার খাদক হতে | ৬০ |
| কাহাফেক ০৪২৫ | সকল স্তুতি তাঁহার তরে | ৬০ |
| কাহাফেক ০৪২৬ | রক্তচোঁষা জোঁকের মুখে | ৬১ |
| কাহাফেক ০৪২৭ | যিনি আমায়  জীবন দিলেন | ৬১ |
| কাহাফেক ০৪২৮ | ধীরে ধীরে ফিরছে জীবন | ৬২ |
| কাহাফেক ০৪২৯ | পল্লী নগর যশ যশোদল | ৬৩ |

কাহাফেক ০০৫৯:

## মত্ত হলো বিশ্ব স্বদেশ

মত্ত হলো বিশ্ব স্বদেশ
মাতংগিনী আতংকে
সুযোগ লুটা চতুর গুলো
আসীন সুখের পালংকে।

হুজুগরাণী গুজব রাজা
করছে শাসন মনের দেশ
তালের পালে তাল মেলাতে
সম্ভাবনার সূত্র শেষ।

কী করোনা শুধুই ব্যামো
না না এ রোগ মানব চাল
গরীব দেশের মজ্জা চুষা
ধনী জাতির জোর কপাল।

কাঁপতে থাকি মাপতে থাকি
কদিন আছে আয়ুর স্কেল
মরার আগেই মরতে থাকি
এই চাতুরীর মওকা খেল।

স্বরাজ ভেবে দরাজ দিলে
বাড়ায় মুল্য মুখোষের
সাহস যে চাই মোকাবেলার
সময়টা নয় আপোষের।

কাহাফেক ০০৬০:

## কেয়ামত নজদিক

কেয়ামত নজদিক
এ আখেরি যাম্মানা
কানা দজ্জাল কি না
মহামারী করোনা।

ভুলে গিয়ে পরকাল
শুধু বেঁচে থাকতে
মানবতা জলে ধুয়ে
ঢুকে গেছি গর্তে।

কাহাফেক ০০৬১:

## আসলেই এই কাল

আসলেই এই কাল
আখেরি যামানা
আসমানি বালা হয়ে
এলো এই করোনা।

কেউ বুঝে এই ভেদ
অনেকে তা বুঝে না।
যে বুঝে সে করে ঠিক
আখেরের সামানা।

কাহাফেক ০০৬২:

## ভেবে ছিলেম মুজিব বর্ষে

ভেবে ছিলেম মুজিব বর্ষে
নাচবো গাবো মনের হর্ষে
কিন্তু এখন কী হলো হায়
দুচোখ ভরা হলুদ সর্ষে ।

কাহাফেক ০০৬৩:

## অতিকায় জীব আগে

অতিকায় জীব আগে
ছিল ক্ষমতায়
মেঝোকায় জীব শাসে
হালে বসুধায়।

করোনা দাপট হেরি
মনে জাগে ভয়
আগামী ধরা কী হবে
অনুজীবময় ?

কাহাফেক ০০৬৪:

# ছাব্বিশে মার্চ আজ

ছাব্বিশে মার্চ আজ দু হাজার কুড়ি
স্বাধীনতা সমাবেশ হলোনা এবারি।

নেই কোন উতসব কলরব দেশে
মুক্তির এই দিনে ঘরে আছি বসে।

চারিদিকে হানাদার কোভিড উনিশ
পরশে ঢালবে বুঝি মরণের বিষ!

করি এই প্রার্থণা ওগো দয়াময়
করোনা-সমরে দাও অচিরে বিজয়।

কাহাফেক ০০৬৫:

# মানব প্রজাতি করোনা থাবায়

মানব প্রজাতি করোনা থাবায়
কারাবাসী হয়ে আছে বসুধায়।

থমকে দাঁড়ানো পিছুহটা কাল
আর্থ-সমাজ ক্ষতি পয়মাল।

ছুটি আচে, নেই ছুটতে উপায়
টুঁটি চেপে আছে  নানা টোটকায়।

তাই কবি ঢালে কাব্য-কথায়
দু’ফোটা অশ্রু গাঢ় বেদনায়।

কাহাফেক ০০৬৬:

## লক্ষ বছর ঘরে থেকে

লক্ষ বছর ঘরে থেকে
বাঁচতে যদিও পারো।
বাঁচার মতো খণিক বাঁচায়
লড়াই যে চাই আরো।

লড়াই যদি ঘরের কোনে
লুকিয়ে থাকার ছল
তাহলে যে ফল হবে ভাই
শুধুই চোখের জল ।

কাহাফেক ০০৬৭:

## আদিম যুগে ঘর ছিলনা

আদিম যুগে ঘর ছিলনা
গুহায় ছিল বাস
ঘরই এখন গুহা হয়ে
করছে পরিহাস।

কাহাফেক ০০৬৮:

## অফিসের কাজ নেই

অফিসের কাজ নেই
লাগাতার ছুটি
ঘুণপোকা হয়ে যেনো
কাটে কুটি কুটি।

কাজ শেষে অবকাশ
আরাধ্য বটে
বিষফোঁড়া, যদি সেটি
অবিরত ঘটে।

কাহাফেক ০০৬৯:

## করছে শাসন বিশ্ব যারা

করছে শাসন বিশ্ব যারা
নাম জাঁকিয়ে শক্তি-পরা;
আজকে তাদের অক্ষমতার
স্বরূপখানি পড়লো ধরা।

বড়াই যাদের মানুষ মারার
অস্ত্র নিয়ে মোড়ল সেজে;
আজকে তারাও নাস্তানাবুদ
ক্ষুদ্র অনুজীবের তেজে।

কাহাফেক ০০৭০:

# বিশ্বে যত জ্ঞানী গুনী

বিশ্বে যত জ্ঞানী গুনী
বিজ্ঞানী আর চিকিৎসক
তোমরা সবাই মানব সেবায়
উজ্জীবিত উজ্জীবক।

কাল করোনার দুঃসময়ে
লড়ছো করে মরণ পণ
মানব জাতির এই নিদানে
তোমরা আশা আপন জন।

প্রতিরোধের অস্ত্র যে নেই
প্রতিষেধক সেই বা কই
তোমরা তাহা করবে জানি
সময় পেলে সমস্তই।

আর কতকাল রোগের ভয়ে
থাকবো ঘরে অন্তরীন
কাল করোনা নিধন করে
বাজাও এবার বিজয়-বীণ।

কাহাফেক ০০৭১:

## ষোল কলা পূর্ণ পাপে

ষোল কলা পূর্ণ পাপে
তাইতো এখন মনস্তাপে
পুড়ছি প্রভূ;

বোধের লাগি কাল-করোনা
চাই যে তোমার হিত করুণা
অধম তবু।

উত্তরণে এ কাল ভয়াল
তোমার ক্ষমা চাইগো দয়াল
চিত্ত অধীর ;

অন্তরীণের এ দিনগুলি
দাও সহসা নিদান তুলি
মানব জাতির।

কাহাফেক ০০৭২:

## কাল করোনা ভয়াল হয়ে

কাল করোনা ভয়াল হয়ে
দিচ্ছে দেশে হানা
টিকে থাকার লড়াই করার
উপায় যে নেই জানা।

মানব জাতি ক্ষতির পাড়ে
দাঁড়িয়ে আছি ভয়ে
প্রুভূর দয়া খুব প্রয়োজন
সকল বিপদ জয়ে।

শবে বরাত এলো ঘরে
আশার আলো জ্বেলে
নাজাত পেতে দোয়া করি
রিক্ত দুহাত তুলে।

কাহাফেক ০০৭৩:

## মৃত্যু এসে নাড়ছে কড়া

মৃত্যু এসে নাড়ছে কড়া
যখন ঘরের দরজাতে
কী আর করা লাফিয়ে ত্বরা
দিই হাজিরা জোড়হাতে।

এদিন আমায় দেখতে হবে
ছিলনা তা ভাবনাতেই
দুঃসময়ের হানা এখন
দিন দুপুরে জাগনাতেই।

কাহাফেক ০০৭৪:

## স্বাস্থ্য সেবা বন্দী যেথা

স্বাস্থ্য সেবা বন্দী যেথা
ব্যবসাদারের কবজাতে
সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা
ব্যর্থ করে বজ্জাতে।

স্বার্থপরতায় যে ঠাঁসা
এ সমাজের ঠুনকো ভিত
সেথায় এলো কাল-করোনা
শিখিয়ে দিতে যৌথহিত।

কাহাফেক ০০৭৫:

## বিশ্বনেতার প্রতিচ্ছবি

বিশ্বনেতার প্রতিচ্ছবি
মলিন কেন আজকে রং
এত্তোদিনের দাদাগিরি
মিথ্যে বুঝি সব ভড়ং!
মানুষ মারার দাবিয়ে রাখার
খুব যে ছিল আয়োজন
পানি পড়াও পায় না এখন
যখন বাঁচার প্রয়োজন।

কাহাফেক ০০৭৬:

## আজ আমাদের ঘরে ঘরে

আজ আমাদের ঘরে ঘরে
লৌহকপাট বাঁধা
খুঁজে না পাই বাঁচার রাহা
শুধুই গোলক ধাঁধাঁ।
এই সময়ে শবে বরাত
বার্তা নিয়ে এলো
পালিয়ে থেকে যায় না বাঁচা
এবার দুয়ার খুলো।
দাও খুলে সব দাও চালিয়ে
অর্থনীতির চাকা
নইলে অরি গোল দিবে হায়
মাঠটি পেয়ে ফাঁকা ।

কাহাফেক ০০৭৭:

## জানি আমি অনেক আগেই

জানি আমি অনেক আগেই
করবে কয়েদ মৃত্যু এসে
এবার না হয় এলো মরণ
কাল করোনার ভয়াল বেশে!
আসুক তাহা যে রূপেতেই
নির্ধারিত সকল জীবে
তবে কেন এতোটা ভয়
পাচ্ছি এখন আমরা সবে?

কাহাফেক ০০৭৮:

## শবে বরাত এলো গেলো

শবে বরাত এলো গেলো
ভাগ্যে কী যে লিখা হলো
না জানি এই গুপ্ত লিখন
কী ফলাফল আনবে এখন!
অন্তরে মোর দৃপ্ত আশা
এই করোনা সর্বনাশা
নিপাত যাবে খুব সহসা
ঘুচবে সবার বন্দীদশা।

কাহাফেক ০০৭৯:

## করোনার অভিশাপে

করোনার অভিশাপে হয়ে দিনকানা
বেঈমানে ভরে গেছে সমাজের কানা।
স্বার্থ প্রাবল্যে সব উচ্চবিত্ত জনা
ঘরে ঘরে জমা করে খানা ও সামানা।
আজো বিত্ত সমাজের ব্যবধান রচে
মানবতা অন্তরীন গৃহকোনে পঁচে।

কাহাফেক ০০৮০:

## আজ খুশীতে রাজায় রাজায়

আজ খুশীতে রাজায় রাজায়
কথার ঢোলে বাদ্য বাজায়
ভাবখানা যেন রাজায় প্রজায়
সামিল হবে গলায় গলায়।
কিন্তু সেকি সত্যি সোজা
ফল না দেখে যায় না বুঝা
উচিত কী তার মর্ম খোঁজা
তার চে ভাল চক্ষু বুঁজা।
চক্ষু বুঁজার সহজ উপায়
কাল করোনা দোরের গোড়ায়।

কাহাফেক ০০৮১:

## করোনা মোকাবেলায় প্রয়োজন

ধরায় ধূলা থাকবে থাকুক
ঝাঁট দিয়ে দূর যায় না করা
ঢাকতে ধূলা এই ধরণী
চামড়া দিয়ে যায় না মোড়া।

সেই কথাটি অনেক পরে
বুঝলো হবু পরিষ্কার
যখন এসে মুচি ব্যাটা
করলো জুতা আবিষ্কার।

আজ প্রয়োজন তেমনি করে
সহজ কিছু উদ্ভাবন
কাল করোনা মোকাবেলায়
যা দিবে ঠিক সুরক্ষণ ।

কাহাফেক ০০৮২:

## মানব জাতি সভ্য হলো

মানব জাতি সভ্য হলো সমাজ গঠন করে
কাল-করোনা আগুন লাগায় সেই সামাজিক ঘরে।
কোভিড রোধে চাই যে অসুধ দূরত্ব নয় আর
পড়ছে মনে তাইতো কবির জুতা আবিষ্কার।

কাহাফেক ০০৮৩:

## বাধ্য হয়ে কাল-করোনায়

বাধ্য হয়ে কাল-করোনায় অন্তরীনে ঘরে
কর্মসূচীর কী হবে তায় মনটা আছে পড়ে।
সবাই মিলে ভাল থাকি স্বাস্থ্য বিধি মেনে
সফল হবো মনে রাখি অভীষ্ট অর্জনে।

কাহাফেক ০০৮৪:

## কী হলো আজ কর্মসূচী

কী হলো আজ কর্মসূচী বাস্তবায়ন সাধনার ?
ভেস্তে গেলো সব আয়োজন কর্ম পরিকল্পনার।
কোথায় গেলো লক্ষ্যমাত্রা কর্মযজ্ঞ কর্মবীর ?
ক্ষুদ্র অনুজীব করোনা করে দিলো সবই স্থির।

কাহাফেক ০০৮৫:

## আমরা মানুষ জীব সামাজিক

আমরা মানুষ জীব সামাজিক সমাজ নিয়ে বাঁচা
আজ আমরা সমাজহারা ঠিকানা আজ খাঁচা।
এ কোন ব্যাধি এলো দেশে মারলো মরার আগে
অসামাজিক করলো সমাজ বড়োই কষ্ট লাগে।

কাহাফেক ০০৮৬:

## অন্তরীনের উপায় ভালো

অন্তরীনের উপায় ভালো কিন্তু কদিন এমন যাবে ?
দীর্ঘদিনের অন্তরীনে সকল কিছুই ভেসে যাবে।
অর্থনীতি সচল রেখে কী করা যায় ভাবতে হবে,
নইলে শেষে দলে দলে অনাহারেই মরতে হবে।

কাহাফেক ০০৮৭:

## জানিনে তার পুষ্টি কথা

জানিনে তার পুষ্টি কথা মিলে যে তা পল্লী দূর
পান্তাভাতে লংকা নূন ও ঝোলা গুড়ে ছোলাংকুর।
গাঁও গেরামের এই খবারের ঔষধি গুন থাকতে পারে
এন্টি কোভিড হবে কি না এই কথাটি শুধাই কারে ?

কাহাফেক ০০৮৮:

## আমি আছি রাজধানীতে

আমি আছি রাজধানীতে মা যে আছেন দূরের গায়
অন্তরীনে আমারা সবাই কাল-করোনার মন্দ বায়।
ছন্দহারা এই জীবনে পরিনতি কীই বা হয়
তাই ভাবনা মায়ের জন্য অষ্ট প্রহর লাগে ভয়।

কাহাফেক ০০৮৯:

## ঘরের ভিতর বন্দী আছি

ঘরের ভিতর বন্দী আছি একশো উনিশ দিন
আর কতদিন জানি না গো থাকবো অন্তরীন ?
বন্ধু স্বজন সহকর্মী যে যেখানে আছে
সবাই ভাল থাকুন, বলি আল্লাহ পাকের কাছে।

কাহাফেক ০০৯০:

## আশায় আছি আসবে সুদিন

আশায় আছি আসবে সুদিন
আল্লাহ পাকের খাস দয়ায়
কোন হেকিম চিকিৎসকের
সাধ্য যে নেই চকিৎসায়।

আমরা যেমন গন্ড মূর্খ
স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষায়
তেমনি যে আজ দেখতে পাচ্ছি
ডাক্তারেরাও সেই গোছায়।

সাধারণের চেয়েও তারা
ভীত অনেক বেশী
তাই তারা আজ বনে গেছে
নিছক খোদার খাশি।

কাহাফেক ০০৯১:

## আর কতদিন সংগ নিরোধ

আর কতদিন সংগ নিরোধ
আটকে থাকা যায়
শিকল কভূ যায় না দেয়া
মন পাগলের পায়।
কালকরোনায় অন্তরীণে
পাগলমনা কাঁদে
কোন পাপে আজ মানবজাতি
অতল গহীন খাদে।

কাহাফেক ০০৯২:

## ডাক্তারকূল যেথা

ডাক্তারকূল যেথা কসাইয়ের বাড়া
জনগণ যাবে হেথা নির্ঘাত মারা।
রোগী নিয়ে ঠেলাঠেলি অবহেলা কাজে
নির্দয় আচরণে জাতি মরে লাজে।
কতটা কসাই তারা অবস্থা কি যে
ডাক্তার বুঝে তাহা রোগী হলে নিজে।

কাহাফেক ০০৯৩:

## অর্থনীতির চাকাটি য্যান

অর্থনীতির চাকাটি য্যান
সচল থাকে ভাবতে হবে।
নইলে হবে এমন ক্ষতি
জাতির মৃত্যু দেখতে হবে।
কালকরোনার আগ্রাসনেও
হুসখানা ঠিক রাখতে হবে
নইলে গোটা জাতিই বিশ্বে
পাগল হয়ে ঘুরতে হবে।

কাহাফেক ০০৯৪:

## মাথা ব্যাথা চিন্তা কী তা

মাথা ব্যাথা চিন্তা কী তা
দাও মাথাটা কেটে
মাথা ব্যাথা নামের ব্যামো
থাকবে না তল্লাটে।
হায় বোকারা দিশেহারা
কাল করোনার ডরে
মানুষ বাহক? তাই মানুষে
আটকে রাখি ঘরে।
কারখানাতে বন্ধ চাকা
ক্ষেত খামারে চাষ
মানব জাতির বুকের উপর
ফলবে লতা ঘাষ।

কাহাফেক ০০৯৫:

## প্রকৃতিতে মানুষ কেবল

প্রকৃতিতে মানুষ কেবল
খোদার সৃষ্টি একাই নয়
স্বঘোষিত শ্রেষ্ট জীবের
এটি মানতে কষ্ট হয়।
শ্রেষ্ট না ছাই মানব জাতি
আজ কতো যে শক্তিহীন
বুঝে নিলাম কাল করোনার
ভয়ে হয়ে অন্তরীণ।

কাহাফেক ০০৯৬:

## আমরা মানুষ সৃষ্টি সেরা

আমরা মানুষ সৃষ্টি সেরা
তাই বলে একমাত্র নই
করোনা সে সৃষ্টি যে এক
সৃষ্টি প্রভুর সমস্তই।
স্রষ্টা মহান তাহার তরে
কোটি প্রণাম প্রশংসায়
এ দিনগুলি পরাণ খুলি
কাটাই প্রভুর বন্দনায়।

কাহাফেক ০০৯৭:

## ভেবে দেখুন ধীমান সকল

ভেবে দেখুন ধীমান সকল
মনন মেখা দিল খুলি
আল্লাহ পাকের খাস নিয়ামত
এই করোনার দিনগুলি।
মহাপ্রভুর এ মহা শান
বুঝতে কী হায় পেরেছি
কুদরতে আকবরে খোদা
আমরা দেখতে পেরেছি।

কাহাফেক ০০৯৮:

## আর কতকাল ভাগ্যাহত

আর কতকাল ভাগ্যাহত
ঘরে বসে নন্দলাল
মাহে রমজান সমাগত
এবার হটুক মন্দকাল।
সিয়াম রাখি কেঁদে ডাকি
হে দয়াময় আল্লাহ পাক
তোমার করুণাতে সকল
বিশ্বাসিরা নাজাত পাক।

কাহাফেক ০০৯৯:

## কাল-করোনার কঠিন রণে

কাল-করোনার কঠিন রণে
মানব জাতির জিততে হবে
প্রার্থণা তাই খোদার কাছে
হে দয়াময় জেতাও তবে।
হয়তো কঠিন পাপ করেছি
তওবা করি করবো না আর
আশায় আছি হে রহমান
শীঘ্রী পাব রহম তোমার।

কাহাফেক ০১০০:

## মনটা আমার দোদিল চোরা

মনটা আমার দোদিল চোরা
মনের ভেতর পাপ ছিল
হয়তো খানিক তাও তখনো
ইনার সোলের তাপ ছিল।
আল্লাহ আছেন আখের আছে
ভয়ে হৃদয় কাঁপছিল
তাই সে পাপের ভাগ কতটা
বাটখারাতে মাপছিল।

কাহাফেক ০১০১:

## অন্নকষ্ট ধর্ম নষ্ট

অন্নকষ্ট ধর্ম নষ্ট
সমাজভ্রষ্ট রোগ
কর্ম দুষ্ট দুরাদৃষ্ট
অকৃষ্ট দূর্ভোগ।

কাহাফেক ০১০২:

## আমরা মানুষ মহাদুষ্ট

আমরা মানুষ মহাদুষ্ট
পাপাকৃষ্ট জীব সকল
নষ্ট সমাজ ধর্ম কর্ম
তাই অদৃষ্টে পাপের ফল।

কী এসেছে বিশ্ব জুড়ে
কোভিড উনিশ ভয়ংকর
মানব জাতির ভাগ্যলিপি
কী হবে আজ দিনান্তর ?

কাহাফেক ০১০৩:

## দেশে দেশে এই যে বিকল

দেশে দেশে এই যে বিকল
অর্থনীতির চলতি চাকা
কাল-করোনার অযুহাতে
এই যে স্বেচ্ছাবন্দী থাকা।

এই যে নিজের মাথা কেটে
মাথাব্যাথার দাওয়াই হাঁকা
হচ্ছে কি ঠিক বলবে কে হায়
চিন্তা করার মাথাই ফাঁকা।

কাহাফেক ০১০৪:

## অহি-নকূল মুরগী-শিয়াল

অহি-নকূল মুরগী-শিয়াল
বিড়াল-ইদুর আজ
এক বিবরে ঢুকে গেছে
হারিয়ে হায়া লাজ।

অন্নহারা হবার ভীতি
ক্ষতির শংকা ভুলে
জুজুর ভীতি মুখ্য হয়ে
উঠলো ফেঁপে ফুলে।

কাহাফেক ০১০৫:

## কাল-করোনার মহাভীতি

কাল-করোনার মহাভীতি
সর্বগ্রাসী আজ
ধর্ম কর্ম অর্থনীতি
সুখ ও সমাজ।

কাহাফেক ০১০৬:

## ভ্রান্তনীতি উল্টাগীতি

ভ্রান্তনীতি উল্টাগীতি
তীব্র ভীতির তাড়ণে
পিছনগতি অব্যাহত
ঠেকে না সে বারণে।

কাহাফেক ০১০৭:

## বাঁচার লাগি সমাজ লাগে

বাঁচার লাগি সমাজ লাগে
কাছে লাগে বন্ধু স্‌বজন
নেইরে স্বজন ভালবাসা
বেঁচে কী লাভ পাগল মন।

কাহাফেক ০১০৮:

## মনের ভেতর জাগিয়ে রাখি

মনের ভেতর জাগিয়ে রাখি
জুজুর ভীতি তুচ্ছতার
এই আমাদের শক্তি সাহস
খেই হারানো উচ্চতার।

ঘরের ভেতর বন্দী থেকে
সাধ করি হায় সুস্থতার
আসলে এই মনটা রোগী
চিত্র আসল দুস্থতার।

কাহাফেক ০১০৯:

## দয়া ক্ষমা ও মুক্তির

দয়া ক্ষমা ও মুক্তির
আশা ও আকাঙ্খায়
পবিত্র মাহে রামাদান এলো
এ বিপন্ন ধরায়।

হে মহান প্রভু তোমার
অসীম ক্ষমা ও করুণায়
আমাদের জীবন ভরিয়ে দাও
পুণ্য ও পবিত্রতায়।

কাহাফেক ০১১০:

# হু’এর কী হে কাজ ছিল না

হু’এর কী হে কাজ ছিল না
এখন পেলো কাজ
কাজ দেখাতে দুনিয়াকে
ঝাঁজ দেখালো ঝাঁজ।

পয়সাকড়ি উড়িয়ে করে
হামাশা নয় ছয়
প্রতিষেধক নাই বা আনুক
এনেছে রোগ ভয়।

হতচছাড়া হু’ প্রশাসন
হাপিত্তেশের দল
মৃত্যু পরিসংখানে তোর
কী লাভ হবে বল ?

কী লাভ হবে ভয় বাড়িয়ে
আগ বাড়িয়ে মরা
বিশ্বটাকে নিঃশ্ব করে
আজকে দিলি তোরা।

সকল কিছু বন্ধ করে
অন্ধ হয়ে থাকা
স্তব্ধ করে দিলি বেবাক
উন্নয়নের চাকা।

কাহাফেক ০১১১:

## এই পৃথিবীর বুকে যতো

এই পৃথিবীর বুকে যতো  ধর্মী আছেন যে যেথায়
আসুন সবে ইষ্ট নামে দুচোখ ভেজাই প্রার্থনায়।
শক্তিহীন এ সৃষ্টিকূলে স্রষ্টা তুমিই শক্তিময়
চাই করুনা তোমার কাছে আর করোনা  কাম্য নয়।

কাহাফেক ০৩৯২:

## ওরে মুমিন সাচ্চা দিলের

ওরে মুমিন সাচ্চা দিলের
বলিস ভাবিস নিজকে যদি
তবে কেন চাস না মাফি
খোদার কাছে আজ অবধি ?

দেশকে বুঝি শেষ করে দেয়
মারণব্যাধি মহামারী
মোনাজাতে হাতটি তুলে
করিস না ক্যান রোণাজারি ?

ওরে অলি গাউস কুতুব
সুফি আজম কামেল পীর
আজকে সবাই গেলি কোথায়
লা জবানে নিম্ন শির ?

কাহাফেক ০৩৯৩:

# মানুষ নামে আদ্দিকালে

মানুষ নামে আদ্দিকালে
একটি জাতি ছিলো
কোভিড উনিশ সমূলে তায়
নেই করে হায় নিলো।

একা মানুষ অবল ছিল
সমাজ ছিল শক্তি তার
সমাজ ছেড়ে লুকিয়ে ঘরে
পারলো না সে টিকতে আর।

বিশ্ব সভা ঠুনকো ছিল
আড়ম্বরের শূণ্য ঢোল
এখন সবাই পরপারে
যমের বাড়ির পটল তোল।

কাহাফেক ০৩৯৪:

## কাল-করোনা কিংবা বলো

কাল-করোনা কিংবা বলো
করোনা-কাল এইটাকে
নাও করে গো কোরআন-টাইম
এই কোয়ারেন_টাইনটাকে।
হেরা গুহা হোক প্রতিটি
বঙ্গবাসীর ঘরের কোন
ও ঘর হবে কাল আখেরে
স্বর্গধামের কুঞ্জবন।

কাহাফেক ০৩৯৫:

## খুলছে নাকি একে একে

খুলছে নাকি একে একে
অফিস শিল্প কারখানা
খোলাই ছিল কাঁচাবাজার
গলির আড্ডা তাও জানা।
ব্যাংক প্রশাসন হাসপাতাল ও
ত্রাণের যজ্ঞ বাক্যবাণ
চলছে সবই , বন্ধ তবে
উপাসনার ঘর ক'খান।

কাহাফেক ০৩৯৬:

# কাল করোনা বাংলাদেশে

কাল করোনা বাংলাদেশে
এলো বড্ড ভালবেসে
ধরতে আরো চেপে টুটি
কোত্থেকে পাপ এলো ছুটি।

শুনো সকল বঙ্গাপাল
আসছে এবার পঙ্গাপাল
ভাগ বসাতে মোদের খানায়;
মরবো বুঝি ডবল হানায়।

মানুষ খাবে কাল-করোনায়
খাবার সাবার পঙ্গা-পোকায়
ডবল কুমির বিরাণ খাল
মাছ পাবে না পাতলে জাল।

কোভিড ভীতি শিকেয় তুলে
চাষ করো ভূই বাঁচতে হলে
জান বাঁচাতে শুনে নাও
পঙ্গা হাল রঙ্গো খাও।

কাহাফেক ০৩৯৭:

## খুলছে বাজার চলছে দেদার

খুলছে বাজার চলছে দেদার
আড্ডাখানা গলির মোড়
ঘুরছে চাকা সেলাই কলে
প্রনোদনায় সুখ-বিভোর।
খোলাই ছিল কণ্ঠ-নিনাদ
বিশ্বনেতার উচ্চস্বর
খুলছে অফিস খুলবে সবি
বন্ধ কেবল খোদার ঘর।

কাহাফেক ০৩৯৮:

## খাঁচার ডালা খুলে দিলেও

খাঁচার ডালা খুলে দিলেও
বন্দী পাখি উড়তে না'রে
দিচ্ছো খুলে দরজা যদিও
তবু আমি উড়বো নারে।
জানি তোমার ভাবনা অনেক
বন্ধ কিবা খুলতে দ্বার
হয়না অলস বন্দী গরুর
মুক্তি পেতে ইচ্ছে আর।

কাহাফেক ০৩৯৯:

## কী মনোহর রূপের বাহার

কী মনোহর রূপের বাহার
 পুষ্পমুকুট রাজার বেশ
এলো কোভিড করতে হরণ
জীব-জীবিকা জাতি-দেশ ।
তোর ভয়েতে বন্দী ঘরে
থাকবো বেকার কদিন আর
দুঃসহ তোর মর্ম-পীড়ন
দোহাই লাগে বাংলা ছাড়।

কাহাফেক ০৪০০:

## আক্রমণের সংখ্যা বিশাল

আক্রমণের সংখ্যা বিশাল
বাড়ছে মরণ নিত্যদিন
তবু মানুষ হণ্যে হয়ে
বাইরে বেরোয় উপায়হীন।
বাইরে গেলেই ধরে জেঁকে
পুষ্পমুকুট ভাইরাসে
ধরে ধরুক মারবে মারুক
নই ভীত আর এর ত্রাসে।

কাহাফেক ০৪০১:

# মৃত্যু যখন একটি দুটি

মৃত্যু যখন একটি দুটি তখন আমার হয়নি হুঁস
মৃত্যু যখন তিন কি চারি তখন ভয়ে হই বেহুঁস ।
মৃত্যু যখন দশ এগারো দিলাম ঘরে খিল ভয়ে
মৃত্যু যখন কুড়ির ঘরে দিব্যি ছিলাম শোক সয়ে।
মৃত্যু যখন ছুচ্ছে তিরিশ তখন আমি স্তব্ধতায়
মৃত্যু যখন চল্লিশে যায় সব ভুলেছি নির্দ্বিধায়।

মৃত্যু যখন শ’ পেরোবে বলবো ভাল হাজার নয়
উঠলে হাজার বলবো হেঁসে লক্ষ নহে কিসের ভয়!
মৃত্যু যখন লক্ষ ছোঁবে বলবো তখন শোকরিয়া
তবুও তালি বাজিয়ে যাবো স্বাস্থ্যসেবায় বাহ দিয়া।

প্রশ্ন মনে তখন বসে কাব্য লেখার থাকবে কবি ?
নাকি পাঠক কাব্য কবি অস্তাচলে যাবে সব-ই ?

কাহাফেক ০৪০২:

## কাল-করোনার করাল গ্রাসে

[ অতিরিক্ত সচিব তৌফিকুল আলমের মৃত্যুতে ]

কাল-করোনার করাল গ্রাসে
ঝরলো আরও একটি প্রাণ
দীর্ঘ হলো এই তালিকা
কোভিড যুদ্ধে শহীদান।

আল্লাহ পাকের কাছে করি
এই ফরিয়াদ, মহীয়ান!
জান্নাতুল ফিরদাউসে যেনো
হয় তাঁহাদের সবার স্থান।

কাহাফেক ০৪০৩:

## কাল-করোনার ভয় আছে

কাল-করোনার ভয় আছে
স্বাস্থ্য সেবায় অভয় নেই
মরার আগে মরছি সবে
এ থেকে আর উপায় নেই।

অদক্ষতা অবক্ষয়ের
নির্জলা এই আসল রূপ
দেখলো জাতি কোথায় আছে
আমজনতার মৃত্যুকূপ।

কাহাফেক ০৪০৪:

# নাই বা হলো কোলাকোলি

নাই বা হলো কোলাকোলি
নাই বা গেলা ঈদগাহে
সিয়াম কিয়াম ঈদের খুশী
থাকুক ঈমান সাচ রাহে।

কাল-করোনার যুদ্ধ এখন
নিয়ম মেনে যুদ্ধ করি
বিজয় এলে ঈদের খুশী
করবো তখন পরান ভরি।

কোভিড-কালে ঈদের খুশী
মানবতায় ঋদ্ধ হোক
যুদ্ধজয়ে মুক্তি সুখে
আসুক ধরার স্বর্গালোক।

কাহাফেক ০৪০৫:

## কাল-করোনার রাজ্য এখন

কাল-করোনার রাজ্য এখন
বিশ্ব ব্যাপি বিস্তৃত
মানবজাতির শ্রেষ্ঠতা  আজ
হচ্ছে বুঝি বিস্মৃত!

আকৃতিতে ক্ষুদ্র বটে
মারণলীলায় বিশালতর
খামখেয়ালি আক্রমণে
করছে বিজয় দেশ-নগর।

নিচ্ছে কেড়ে নিত্য দিন-ই
দেশে দেশে মানব প্রাণ
এর দাপটে রক্ষা পাবার
চেষ্টা যেনো হচ্ছে ম্লান।

কোভিড উনিশ নিত্য কড়া
নাড়ছে দ্বারের ওপাশটায়
তাও চেতনা হয়নি বুঝি
কী হলো রে এ দেশটায়!

এই কোভিডের সংক্রমণে
একটা ব্যাপার পরিষ্কার
খুলে দেয়া খুব প্রয়োজন
সবার মনের রুদ্ধ-দ্বার।

জীবন-জীবিকার তগিদে
বাইরে আসা দুর্নিবার
সাথে সাথে থাকবে কঠোর
সুব্যবস্থা সুরক্ষার।

কোভিড যতোই হোক দাপুটে
যতোই দেখাক মৃত্যুভয়
লড়াই করে যেতেই হবে
তবেই হবে যুদ্ধজয়।

শুধুই ঘরে নয় বসে গো
বাইরে-ঘরে যে যেথায়
থাকতে হবে সবাই মিলে
স্বাস্থ্যবিধি সুরক্ষায়।

আজ আমাদের ভাবতে হবে
সৃষ্টি সেরা মানবকুল
মরতে হলেও লড়তে হবে
তবেই ধরায় ফুটবে ফুল।

কাহাফেক ০৪০৬:

# ভেবেছিলাম কাল-করোনা

ভেবেছিলাম কাল-করোনা
করবে সকল মন্দ রদ
এখন দেখি বদগুলো সব
আগের মতোই আছে বদ।

ভেবেছিলাম কমবে চুরি
কিন্তু তাহা কমলো কই
চাল চুরি আর পুকুর চুরি
রয়ে গেছে সমস্তই।

ভেবেছিলাম দুর্নীতি সব
মুছে গিয়ে জাগবে দেশ
এখন দেখি দুষ্টবলয়
সুনীতিকেই করছে শেষ।

কাল-করোনায় ভেবেছিলাম
মানবতা আসবে আলোয়
এখন দেখি আগের মতোই
সাদা মারে পিঁষে কালোয়।

কাহাফেক ০৪০৭:

# করোনা ক্রান্তি

হায় করোনা আর কত প্রাণ
করবে হরণ অমন করে
প্রলয়-মরণ আতংক আজ
এই পৃথিবীর ঘরে ঘরে।

কষ্ট দিয়ে মারছো মানুষ
ভয় দেখিয়ে জ্যান্ত মরা
যারা দেবে অভয় তারাই
আজকে যেনো অর্ধমরা।

বিশ্ব ব্যাপি চলছে যদিও
চেষ্টা তোমায় করতে রোধ
সকল কিছু ব্যর্থ করে
বাড়ছে তোমার প্রতিশোধ।

নিত্য দিন-ই পাচ্ছি খবর
যাচ্ছে ঝরে বন্ধুস্বজন
আর কত দিন এমন করে
সইবো ব্যাথার চিত্তদহন।

একটি মানুষ চলে গেলে
উহু আহা একটুখানি
মৃদু হাওয়ায় একটু দোলায়
দ্রুত মিলায়- তা এমনি।

একটি মানুষ একটি কেবল
সংখ্যা ছিলো নগরলোকে
কমতি বলে যায় না বুঝা
কোটিতে সে সংখ্যাটিকে।

কিন্তু বিশাল কী ক্ষতি যে
হয় গো তাহার পরিবারে
অকাল প্রয়াণ যার হয়েছে
তার স্বজন-ই বুঝতে পারে।

কাল-করোনার থাকলে হৃদয়
বুঝতে পেরে নিতো ছুটি
এমন করে অকালে আর
প্রাণ নিতোনা হেলায় লুটি।

কাহাফেক ০৪০৮:

## কোভিড উনিশ উনিশটাকে

কোভিড উনিশ উনিশটাকে
উহান থেকেই বিদায় দিয়ে;
বিশ্বে সকল দেশেই সে আজ
এখন বিশের মাঝ পেড়িয়ে।

নয় সে শুধু রোগ জীবানু
পরমাণু সে বোমার মতোই
বিষ ছড়িয়ে করছে নিধন
মানছে  না হার চেষ্টা যতোই।

কাহাফেক ০৪০৯:

## ঘরে ঘরে শংকা যখন

ঘরে ঘরে শংকা যখন
কাল-করোনার ত্রাস বলয়ে
পদোন্নতি সেই সময়ে
আনলো খুশী খাস আলয়ে।

প্রান্তে যারা হতভাগা
এবারও না ভাগ্য খুলে
এই নিদানে দ্বিগুন বিষাদ
য্যান চড়ালো আদিম শূলে।

কাহাফেক ০৪১০:

## উলোট পালোট মনের গতি

উলোট পালোট মনের গতি
আকাশ পাতাল ভাবনাতে
গরু যেমন সময় কাটায়
লেজ নাড়া আর জাবনাতে।

পাগল হতে নেই বাকি আর
কখন যাবো পাবনাতে;
রাম-রহিমের দেশ সেক্যুলার
গ্রাসে কোভিড রাবনাতে।

কাহাফেক ০৪১১:

## কাল করোনার নেই ক্ষমতা

কাল করোনার নেই ক্ষমতা
করবে কারো প্রাণ হরণ
আল্লাহ পাকের ইচ্ছে সব
সৃষ্টিকুলের জীবন মরণ।

দোষ দিওনা কাল-করোনায়
কেউ দোষী তো মানুষ দোষী
যৌথহিতের ভাবনা ভুলে
নিজকে নিয়ে ভাবছে বেশী।

কাহাফেক ০৪১২:

## ক্ষমতাধর বিত্তশালী

ক্ষমতাধর বিত্তশালী
জাঁকিয়ে বসে ঘরের কোনে
কয় ‘করোনা কিচ্ছু না
বাঘ ভাল্লুক বিচ্ছু না
পয়সা আছে ডরাই না’
নিন্দুকে কয় ‘বড়াই না।’

সাম্যবাদী কোভিড উনিশ
ধনী গরিব সবাই ফিনিশ।’

কাহাফেক ০৪১৩:

## আনন্দ-বেদনার করোনা কাব্য

দূরের কোন মহাদেশে
থাকলে কারো আপন জন
বৈদ্যুতিনে একটি ক্লিকে
আসেন কাছে চাই যখন।

মন গলে যায় কৃতজ্ঞতায়
আইসিটি’র উন্নয়নে
হৃদয় থেকে জানাই প্রীতি
আইসিটিবিদ বন্ধুগণে ।

কিন্তু দেখি অবাক হয়ে
স্বাস্থ্যসেবার অনুন্নয়ন
তীব্র ব্যাথায় হৃদয় ভাঙে
অরণ্যে হয় ব্যর্থ রোদন

কাল করোনায় আক্রমণে
ভয়ে পলায় বৈদ্যরাও
এই অসহায় অবস্থাতে
হে মন কেন বাঁচতে চাও ?

স্বাস্থ্য সেবার কর্মী যারা
হাতরে খুঁজে অন্ধকারে
পারছে যাহা দিচ্ছে সেবা
বীরের মতো লড়াই করে।

কিন্তু তাদের ধন্যবাদে
বাহবা দেবার সুযোগ কই
প্রজ্ঞাবিহীন আয়োজনে
হচ্ছে বিফল সমস্তই।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে আমি গত ১৭/০৮/২০২০ হতে ৩১/০৮/২০২০ পর্যন্ত কিশোরগঞ্জ জেলা শহরের উপকণ্ঠে ছায়াসুনিবিড় সবুজশ্যামল পল্লী-উপনগর যশোদলে অবস্থিত শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরকারি মেডিকেল কলেজ কোভিড বিশেষায়িত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলাম। এ সময় রোগ-শয্যায় সেলফোনে ক্ষুদেবার্তায় লিখা ১৬টি অণুকাব্য (ক্রম ৪১৪ হতে ৪২৯ )

কাহাফেক ০৪১৪:

# এই দুনিয়ার মালিক যিনি

[রোগ-শয্যায় প্রভুর সিদ্ধান্তের কাছে আত্মসমর্পণ]

এই দুনিয়ার মালিক যিনি
টিকবো কদিন জানেন তিনি,
আমরা যতোই এ চাই ও চাই
জানিনা ফল ভেদ কাহিনী ।

বাঁচা মরা সুস্থ থাকা
রোজ নামচায় আগেই লিখা
এ সব কিছু প্রভুই জানেন
এর কিছু না আমরা জানি ।

কাহাফেক ০৪১৫:

## আল্লাহ তোমার অপার দয়ায়

[সুস্থ ও সুন্দর জীবন গঠনে প্রভুর করুণা ভিক্ষা]

আল্লাহ তোমার অপার দয়ায়
কামিয়াবি দাওগো আমায়;
তোমার আলোর রশ্মিধারায়
এ প্রাণ যেনো সদাই ভরায় ।

আমি পাপী- তোমার ক্ষমায়
নাজাত পেয়ে দুই দুনিয়ায়
থাকতে পারি আলোকধারায়
এই তাওফিক দাওগো আমায়।

কাহাফেক ০৪১৬:

## ছুটছে ঘোড়া ফুটছে যেনো

[বল্গাহারা জীবনে  মানুষ ভুলে যায় তাঁর প্রভুকে]

ছুটছে ঘোড়া ফুটছে যেনো
জলের নীচে অগ্নিধারা
উতলে উঠা টগবগানো
ফুলকি যেনো বল্গাহারা।

প্রাণ মাদিরায় মাঠ দাপানো
কদম তালে চলছে ঘোড়া
কেই বা ঘোড়া কেই বা সহিস
বলতে পারিস কেউ কি তোরা?

কাহাফেক ০৪১৭:

## হে দয়াময় তোমার কাছে

[ব্যাধি ও পাপ মুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন]

হে দয়াময় তোমার কাছে
এই মিনতি কাতর মানে
সকল ব্যাধি ও পাপ থেকে
মুক্ত করো সকল জনে।

আমায় তুমি অসীম দয়ায়
আলোর নিশান দাওগো তুলে
রাতের আঁধার সরিয়ে সকাল
দাও ভরিয়ে আলোর ফুলে ।

কাহাফেক ০৪১৮:

## করোনায় এলো মনে

[রোগ-শয্যায় প্রতিভাত আত্ম-অনিত্যতা]

করোনায় এলো মনে
এই বোধোদয়
দুদিনের খেলাঘর
স্থায়ীবাস নয়।
বিবেক অনলে মন
হলো নিকষিত
আমি যে আমার নই
হলো বিভাসিত ।

কাহাফেক ০৪১৯:

## সবে কলির সন্ধ্যে এলো

[ বিপদে কাতর না হয়ে প্রভুর আশ্রয় প্রার্থনা শ্রেয়]

সবে কলির সন্ধ্যে এলো
সামনে আঁধার দীর্ঘ রাত,
লক্ষ্যে যেতে লক্ষ বাঁধা
মধ্যে ভয়াল পুলছেরাত।

মঞ্জিলে মন চাইলে যেতে
দুহাতে নাও আলোকদান
ইষ্ট নামের দীপশিখাতে
হবে বিপদ অবসান।

কাহাফেক ০৪২০:

## ক'এর হলো করোনা

[মৃত্যুতে পারক্যাপিটা জিডিপি প্রবৃদ্ধির গাণিতিক তথ্য]

ক'এর হলো করোনা
খ' খুব হলো খুশী
গ' বলছে গড়পরতায়
ভ' পাবে ভাগ বেশী।

চ'এর চতুর স্বদেশবাসী
হ'এর হাদাও কয়,
ম' মারীতে একটা ম'লেও
জিডিপি গ্রোথ হয়।

কাহাফেক ০৪২১:

## প্রতিটা রাত একটা চাকা

[সুখ-দুঃখের জীবনচক্রে প্রভুই একমাত্র আশ্রয়]

প্রতিটা রাত একটা চাকা
কাল-বলয়ের নীচে থাকা;
প্রতি সকাল সূর্যোদয়ে
নতুন জীবন আনে বয়ে।

এমনি করে খন্ড মরণ
প্রলয় শেষে যুক্ত জীবন;
জীবন-মরণ-ভর বিধাতা
হে প্রভু তুই আমার ত্রাতা।

কাহাফেক ০৪২২:

# অনেক বড়ো মানুষ তুমি

[ অন্যকে যেনো ছোট ও হেয় মনে না করি]

অনেক বড়ো মানুষ তুমি
অনেক জ্ঞানী গুণী
কে দিয়েছে এ জ্ঞান ও গুণ
বলোতো ভাই শুনি।

এই যে হাদা বড়দা চাকর
ভার টানা এই বলদা লোক,
বলতো শুনি কার হুকুমে
পড়ছে পিঠে তাঁর চাবুক !

আমি বড়ো আর ও ছোট
এই অহমে নষ্ট হলে
দিন আখেরে দেখবে তুমি
নিজকে অতল নরক তলে।

কাহাফেক ০৪২৩:

# বদলি হলেন বড়বাবু

[ বড়ো-ছোট’র অন্যায্য ভূমিকা কাম্য নয়]

বদলি হলেন বড়বাবু
ছোটবাবুর মন খুশী,
বড়োর বদল বড়ো এসে
কান ধরা দূর নয় বেশী ।

বড়োর আসন করতে দখল
অন্য বড়ো শীঘ্রী জুটে
ছোটর ছোট ভাগখানিতেও
বড়োরা নেয় মওকা লুটে।

কাহাফেক ০৪২৪:

## করোনা যার খাদক হতে

[ স্রষ্টাই একমাত্র সহায়]

করোনা যার খাদক হতে
করছে কোশেশ সাধ্যমতো
জানে না তাঁর ভাগ্যে আছে
মহান প্রভুর ইষ্ট কতো!

যে পায় প্রভুর দান করুণা
তাঁর কী ভীতি কাল-করোনায়
প্রভুর শাণে অতিমারী
এসেও হীন-বল হয়ে যায়।

কাহাফেক ০৪২৫:

## সকল স্তুতি তাঁহার তরে

[ পরম করুণাময়ের জন্য সকল প্রশংসা]

সকল স্তুতি তাঁহার তরে
সত্ত্বা যিনি নিরঙ্কুশ
তিষ্টে মানুষ তাঁর দয়াতে
চিত্তে নিয়ে মান ও হুঁশ।

সকল সাধুবাদ তাঁহারই
যিনি সৃজন চালক মোর
যার দয়াতে হৃদয় ভরা
শান্তিধারা হিতের সুর।

কাহাফেক ০৪২৬:

## রক্তচোঁষা জোঁকের মুখে

[ পরম প্রভু যার অন্তরে অধিষ্ঠিত, তার কোন ভয় নেই]

রক্তচোঁষা জোঁকের মুখে
পড়লে খানিক নোনতাজল
পালিয়ে যাবার পায় না রাহা
রক্ত পানের রয় না বল।

চিত্তে যাহার সিন্ধু বারি
ডোবার জলে ভয় কি তাঁর
ডুব সাঁতারে সাগর পাড়ির
কেবল আছে সাধ্য তাঁর।

কাহাফেক ০৪২৭:

## যিনি আমায়  জীবন দিলেন

[ মহান স্রষ্টাকে ভুলে যাওয়া অনন্ত দুঃখের কারণ]

যিনি আমায়  জীবন দিলেন
যিনি দিলেন স্বপ্ন-সাধ
সেই মহানাথ ভুলে গেলে
জীবন হবে ধূলিসাৎ ।

যে জীবনের মালিক তিনি
তাকেই ভুলে গেলে জীবন
ভুলের মাশুল আর কিছু নয়
অনন্তকাল নরক দহন।

কাহাফেক ০৪২৮:

# ধীরে ধীরে ফিরছে জীবন

[আরোগ্যের ইশারায় সুন্দর জীবনে ফেরার আকাঙ্ক্ষা]

ধীরে ধীরে ফিরছে জীবন
জীবন রথে প্রভুর দয়ায়
ফিরে পাওয়া এই জীবনে
চাই চিরদিন প্রভু তোমায়।

স্বজন সুহৃদ যে যেখানে
ছড়িয়ে আছে এই বসুধায়
সবাই থাকুক সুস্থ সুখী
রইলো দোয়া এই কামনায়।

কাহাফেক ০৪২৯:

# পল্লী নগর যশ যশোদল

[ হাসপাতালের ৩০ নম্বর কেবিন থেকে দেখা অপরূপ পল্লী উপনগর যশোদল]

হাসপাতালের কক্ষ থেকে
পূব জানালায় চক্ষু রেখে
দেখি প্রাতে সূর্য্য উঠে
ছন্দ মধুর সমীর ছোটে;

সামনে সবুজ বনের বীথি
প্রভাত আনে পাখির গীতি
মেঘের ভেলায় ভেসে আলো
নীল গগণে সুর ছড়ালো;

নিবিড় শ্যামল প্রাণ সোহাগে
জীবন তৃষা জুটলো এসে
ফুটলো প্রাণে স্নিগ্ধ কিরণ
আকাশ ভরা তারার মতোন;

বাড়লো ব্যাকুল হৃদয়ে বল
পল্লী নগর যশ যশোদল।

হেথায় যে বীরদামপাড়া গ্রাম
বীর মহাজন নজরুল নাম
অঙ্কে সে বীর নিলে তুলি
মাখিয়ে তোমার স্বর্ণধূলি ।

মহারথীর তীর্থ তুমি
এই যশোদল পুণ্যভূমি ।

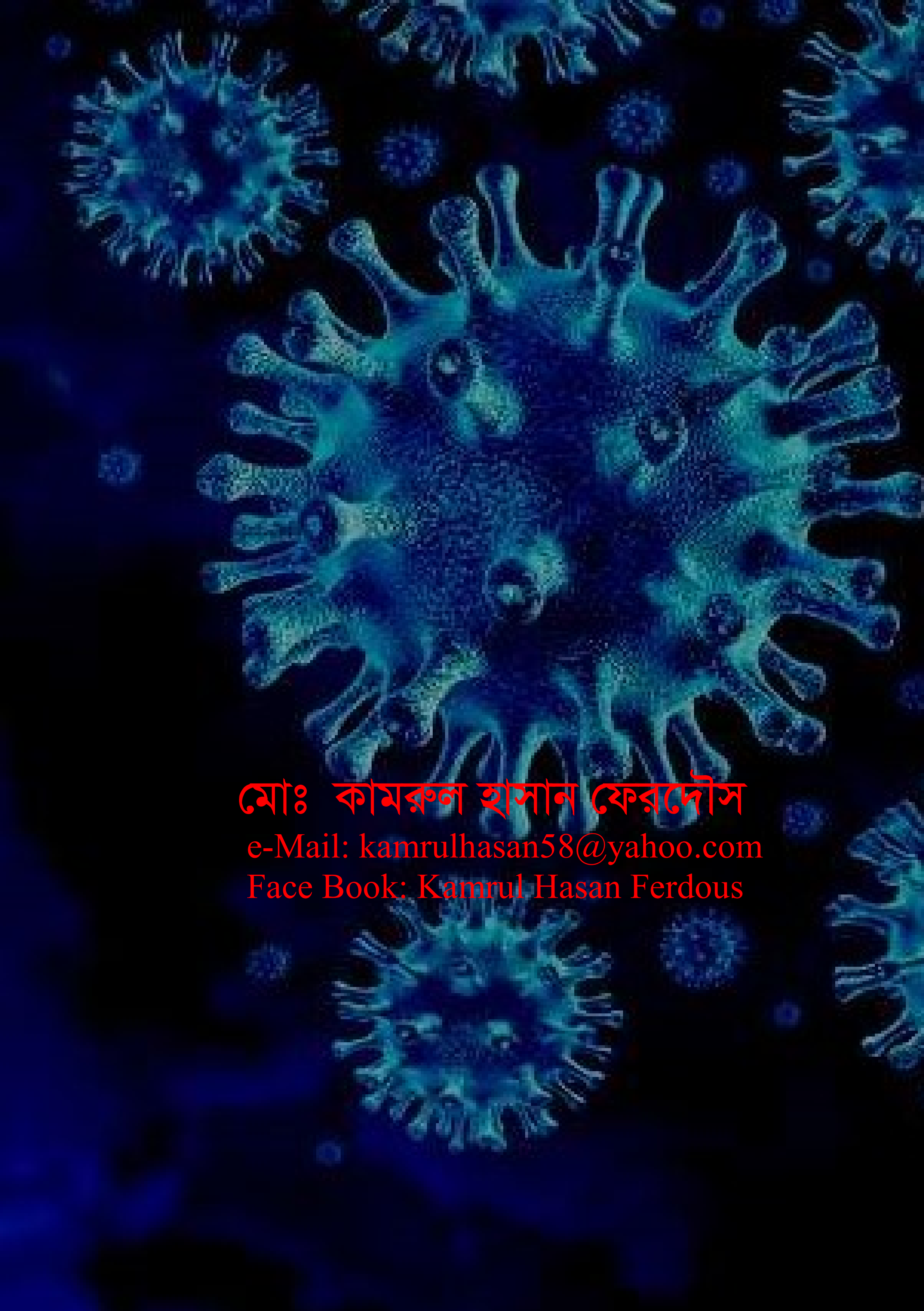

মোঃ  কামরুল হাসান ফেরদৌস
e-Mail: kamrulhasan58@yahoo.com
Face Book: Kamrul Hasan Ferdous